দৈনিক জনকণ্ঠ

57

তারিখ ... NOV. 1 7 1999 ...
পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম ৬

কনসালট্যান্সি করতে অনুমতি লাগবে ॥ যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত

# ঢাবি শিক্ষকদের ক্লাস ছাড়াও সপ্তাহে তিন দিন বিভাগে থাকতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ-অনুষদে শতাধিক শিক্ষকের অনুমোদিত পদ খালি রয়েছে। শতাধিক শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। দেড় শতাধিক শিক্ষক এনজিওতে কনসালটেন্সি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে ব্যস্ত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য অনুমোদিত ১৫শ' ৩০টি পদের মধ্যে একাডেমিক কর্মকাণ্ডে প্রায় চার শতাধিক শিক্ষকের অনুপস্থিতির কথা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন 'একাডেমিক অডিট সিস্টেম' প্রবর্তন করেছে। এ জন্য কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিদিন কমপক্ষে তিন ঘণ্টা বিভাগে উপস্থিত থাকতে বলেছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কনসালটেন্সি না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়ন, গতিশীল ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ মিলনায়তনে প্রথম একাডেমিক অডিটিংয়ের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল হাশেম এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সকল বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আগের এক বৈঠকে গ্রহণ করা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ এই সভায় অনুমোদন করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে কনসালটেন্সি, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে চাকরির ক্ষেত্রে সকল শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ যাতে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে দিকে খেয়াল রেখেই অনুমতির ব্যবস্থা করতে হবে। বিভাগসমূহে, ইনস্টিটিউটে প্রত্যেক শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাতকার ও আলোচনার জন্য রুটিনে নির্ধারিত ক্লাসের অতিরিক্ত কমপক্ষে সপ্তাহে তিন দিন প্রতিদিনে তিন ঘণ্টা (সকাল নয়টা থেকে বারোটার মধ্যে) বিভাগে উপস্থিত থাকতে হবে। কোন্ দিন উপস্থিত থাকবেন না তা ছাত্রছাত্রীদের নোটিস দিয়ে জানাতে হবে। কোন কারণবশত কোন শিক্ষক নির্দিষ্ট দিনে ক্লাস নিতে না পারলে তাঁকে উক্ত ক্লাস অবশ্যই ঐ সপ্তাহে অথবা পরের সপ্তাহে নিতে হবে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে জ্ঞাত করে নোটিস দিতে হবে। বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টার কাজকর্ম গতিশীল ও সন্তোষজনক করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্র উপদেষ্টা অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন না। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যাতে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যায় সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। টেবুলেশন শীট পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে পৌঁছাতে হবে।

বর্তমানে কোন কোন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে কিছু শিক্ষক ক্লাস নেন না বলে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ পেয়েছে। এ জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউট পরিচালকদের ক্লাস নেয়ার বিষয়টি মনিটরিং করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে নির্ধারিত একাডেমিক কমিটিতে আলোচনা করে উর্ধতন কর্মকর্তাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে। বিভাগ ও ইনস্টিটিউটসমূহে পরীক্ষা কমিটিগুলো বছরের প্রথমেই গঠন করতে হবে। প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ক্লাস নেয়ার পর ইনকোর্স পরীক্ষা নিতে হবে (যেখানে প্রযোজ্য) এবং ইনকোর্স পরীক্ষার তারিখ পূর্বেই ঘোষণা করতে হবে।

পাঠদানের সুবিধার্থে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীকক্ষে হোয়াইটবোর্ড, মাইক্রোফোন, ওভারহেড প্রজেক্টর ও স্লাইড প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতি বিভাগ-ইনস্টিটিউটে একাডেমিক কমিটির সভা কমপক্ষে প্রতিমাসে একবার করবে। অনুষদীয় সভা প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার হতে হবে। মধ্যাহ্ন বিরতির পর বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউট পরিচালকদের অন্তত এক ঘণ্টা অফিস করতে হবে এবং বিকালে অফিস খোলা নিশ্চিত করতে হবে।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলী এ প্রসঙ্গে জনকণ্ঠকে বলেন, শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ফাঁকি দেয়ার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অভিযোগ গত এপ্রিল মাসে পাওয়ার পর আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, বিদেশ থেকে কনসালটেন্ট না এনে আমাদের শিক্ষকরা কনসালটেন্সি করলে দেশের লাভ হবে। তবে শিক্ষকদের মূল দায়িত্ব কি সেটি যাতে ভুলে না যায়, সে জন্য এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।